

নথি নং-৬(৫৭)/কর-৩/৯৫-৯৬

তারিখ : ১২/০৭/৯৫ ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)

১৯৯৫-৯৬

বিষয়ঃ অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর আইনে আনীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন ও পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে কতিপয় সংশোধনী আনয়ন করা হইয়াছে। উক্ত সংশোধনীসমূহের প্রেক্ষিতে এবং ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেট কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আয়কর সম্পর্কিত কতিপয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে প্রাসংগিক পরিবর্তন আনয়ন করা হইয়াছে। আয়কর অধ্যাদেশ ও আয়কর বিধিমালায় আনীত সংশোধনীসমূহের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলঃ

০১। ১-৭-৯৫ হইতে ৩০-৬-২০০০ সনের মধ্যে নির্মিত আবাসিক বাড়ির বার্ষিক মূল্যের অনধিক ৩৬,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিলের পার্ট "এ" এর অনুচ্ছেদ ১৪তে উপ-অনুচ্ছেদ (h) সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিলের পার্ট "এ" এর অনুচ্ছেদ ১৪ তে নূতন উপ-অনুচ্ছেদ (h) সংযোজনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, ১-৭-৯৫ হইতে ৩০-৬-২০০০ সনের মধ্যে কোন ইমারতের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হইলে এবং উক্ত ইমারত প্রকৃতই বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইলে উহার বার্ষিক মূল্যের অনধিক ৩৬,০০০/- টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত থাকিবে। এই করমুক্তির সময় সীমা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৫ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে, করদাতা একাধিক ইমারতের জন্য এইরূপ অব্যাহতি দাবী করিলে সকল ইমারতের সর্বমোট বার্ষিক মূল্যের ৩৬,০০০/- টাকার বেশী অব্যাহতি পাইবে না।

০২। সহজভাবে কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার আওতায় পাবলিক কোম্পানী ব্যতীত সকল করদাতা তাহাদের সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের ১০% অধিক আয় দেখাইয়া রিটার্ণ দাখিল করিলে রিটার্ণ ভিত্তিতেই কর নির্ধারণ সম্পন্নকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নূতন ধারা ৮২এ সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নূতন ধারা ৮২এ সংযোজনের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, পাবলিক কোম্পানী ব্যতীত অন্য যে কোন করদাতা, যাহার ৩০-৬-৯৫ ইং তারিখে বা তৎপূর্বে অন্ততঃ একবার কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের ১০% অধিক এবং অনিষ্পন্ন কর মামলার ক্ষেত্রে প্রতি বৎসরের জন্য আরও ১০% অধিক আয় দেখাইয়া রিটার্ণ

দাখিল করিলে উক্ত রিটার্ণ সঠিক ও সম্পূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করিয়া শূন্য ব্যতিরেকেই ৮২এ ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইবে। যে ক্ষেত্রে অব্যবহিত পূর্ববর্তী কর বৎসরের কর নির্ধারণ সম্পন্ন হয় নাই, সে ক্ষেত্রে ১৯৯৫-৯৬ কর বৎসরের জন্য এই বিধান অনুসারে রিটার্ণ দাখিল করিবার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উদাহরণ অনুসরণ করিতে হইবে।

উদাহরণঃ জনাব "ক" এর ১৯৯২-৯৩ কর বৎসরে মোট আয় ১,০০,০০০/- টাকা নিরূপন করিয়া কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইয়াছে। জনাব "ক" ১৯৯৩-৯৪ ও ১৯৯৪-৯৫ কর বৎসরের জন্য রিটার্ণ দাখিল করেন নাই, বা রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন কিন্তু কর নির্ধারণ এখনও সম্পন্ন হয় নাই; তিনি এই ধারায় ১৯৯৫-৯৬ কর বৎসরের রিটার্ণ দাখিল করিতে चाहিলে (গ) ক্রমিকে বর্ণিত আয় দেখাইয়া রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবেঃ

(ক) ১৯৯২-৯৩ কর বৎসরের মোট আয় ১,০০,০০০/- টাকার উপর ১০% অধিক নির্ণয়পূর্বক ১৯৯৩-৯৪ কর বৎসরের জন্য বিবেচিত আয় ১,১০,০০০/- টাকা।

(খ) ১৯৯৩-৯৪ কর বৎসরের বিবেচিত আয় ১,১০,০০০/- টাকার উপর আরও ১০% অধিক আয় নির্ণয়পূর্বক ১৯৯৪-৯৫ কর বৎসরের জন্য বিবেচিত আয় ১,২১,০০০/- টাকা এবং

(গ) ১৯৯৪-৯৫ কর বৎসরের বিবেচিত ১,২১,০০০/- টাকার উপর আরও ১০% অধিক আয় নির্ণয়পূর্বক ১৯৯৫-৯৬ কর বৎসরের জন্য রিটার্ণ উল্লেখযোগ্য আয় ১,৩৩,১০০/- টাকা।

এই ধারায় কর নির্ধারণ ১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৬-৯৭ কর বৎসরের জন্য বহাল থাকিবে। এই পদ্ধতিতে রিটার্ণ ভিত্তিতে প্রদেয় কর অথবা ১,২০০/- টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক তাহা, রিটার্ণ দাখিলের তারিখে বা তৎপূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে এবং এইরূপ রিটার্ণ ভিত্তিতে কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতাপন সৃষ্টি হইলে উহা এই ধারায় রিটার্ণ হিসাবে বিবেচিত হইবে না। আরো শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে করদাতার আয়কর অধ্যাদেশের ৭৫(২)(ডি) অনুসারে সম্পদ ও দায় বিবরণী দাখিল করা বাধ্যতামূলক সেই ক্ষেত্রে, নীট সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ অব্যবহিত পূর্ববর্তী কর বৎসরের নির্ধারিত আয় অথবা রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় এবং এই ধারায় প্রদর্শিত আয়ের পার্থক্যের বেশী হইতে পারিবে না।

৩৩। বোর্ড নির্দেশ প্রদান করিলে নির্দিষ্ট শ্রেণীর করদাতাদের কর মামলা রিটার্ণ ভিত্তিতে ৮২ ধারায় নিষ্পন্ন করা যাইবে এবং এইরূপ নিষ্পন্ন কর মামলা প্রতি তিন বৎসরে একবার নিরীক্ষা করা যাইবে -এইরূপ বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন ধারা ৮২বি সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৫ ইং এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন ধারা ৮২বি সংযোজনের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, বোর্ড নির্দেশ প্রদান করিলে নির্দিষ্ট শ্রেণীর করদাতাদের কর মামলার দাখিলকৃত রিটার্ণের ভিত্তিতে ৮২ ধারায় নিষ্পন্ন করা হইবে। এইরূপ নিষ্পন্ন কর মামলার কর বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে বোর্ড নির্দেশ প্রদান করিলে উহার অধঃস্তন যে কোন কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট

করদাতার তিনটি কর বৎসরের নিষ্পন্ন কর মামলা হইতে যে কোন একটি কর বৎসরের নিষ্পন্ন কর মামলা নিরীক্ষা করিতে পারিবে। নিরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পুনরায় কর নির্ধারণের প্রয়োজন হইলে উক্ত কর মামলা সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং উপকর কমিশনার সেই ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ ৮৩ ধারায় অথবা প্রয়োজন হইলে ৮৪ ধারায় পুনরায় কর নির্ধারণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

০৪। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে প্রদেয় ন্যূনতম কর ১,৮০০/- টাকা হইতে ১,২০০/- টাকায় হ্রাসকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮৩এ এর উপ-ধারা (৪) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে ন্যূনতম কর ১,৮০০/- টাকা প্রাদনের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে প্রদেয় ন্যূনতম করের পরিমাণ ১,৮০০/- টাকা হইতে ১,২০০/- টাকায় নির্ধারণ করা হইয়াছে।

০৫। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ণ বাছাইয়ের পরিবর্তে কর নির্ধারণোত্তর প্রতি তিন বৎসরে একবার কর মামলা নিরীক্ষাকরণের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮৩এ এর উপ-ধারা (২) এর প্রতিস্থাপনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনের ধারা ৮৩এ এর উপ-ধারা (২) এ এইরূপ বিধান ছিল যে, বোর্ড অথবা ইহার অনুমোদিত যে কোন অধঃস্তন কর্তৃপক্ষ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ণ হইতে কিছু সংখ্যক রিটার্ণ বাছাই করিয়া ৮৩ ধারা অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ৮৪ ধারায় কর নির্ধারণের জন্য উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিত। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে উপরোক্ত উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপনের দ্বারা এইরূপ নতুন বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন কর মামলা কর বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে বোর্ড নির্দেশ প্রদান করিলে উহার অধঃস্তন যে কোন কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করদাতার তিনটি কর বৎসরের নিষ্পন্ন কর মামলা হইতে যে কোন একটি কর বৎসরের নিষ্পন্ন কর মামলা নিরীক্ষা করিতে পারিবে। নিরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পুনরায় কর নির্ধারণের প্রয়োজন হইলে উক্ত কর মামলা সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং উপ-কর কমিশনার সেই ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশের ৮৩ ধারায় অথবা প্রয়োজন হইলে ৮৪ ধারায় পুনরায় কর নির্ধারণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

০৬। নিষ্পন্ন কর মামলা পুনঃ উন্মোচন করিবার ক্ষেত্রে পরিদর্শ যুগ্ম কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ এবং পুনঃ উন্মোচনের সময়সীমা ৮ বৎসর হইতে ৫ বৎসরে হ্রাসকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৯৩ এর উপ-ধারা (২) এবং ৩(বি) সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনের ধারা ৯৩ এর উপ-ধারা (২) তে এইরূপ বিধান ছিল যে, সুস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে উপ কর কমিশনার নিজেই নিষ্পন্ন কর মামলা পুনঃ উন্মোচন করিতে পারিতেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইত। তাহা ছাড়া, কোন কর বৎসরে আয়ের তথ্য গোপন বা ভুল তথ্য উপস্থাপনের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর বৎসর শেষ হইবার ৮ বৎসরের মধ্যে

নিষ্পন্ন কর মামলা পুনঃ উন্মোচন করা যাইত। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে ধারা ৯৩ এর উপধারা (২) এবং (৩) (বি) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, উপ কর কমিশনার কর্তৃক নিষ্পন্ন কর মামলা পুনঃ উন্মোচনের সকল ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং আয়ের তথ্য গোপন বা ভুল তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিষ্পন্ন কর মামলার কর বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৫ বৎসর পরে উক্ত নিষ্পন্ন কর মামলা পুনঃ উন্মোচন করা যাইবে না।

০৭। গৃহ সম্পত্তি হইতে আয় নিরূপনের সময় মেরামত, আদায়, পয়ঃ ও পানি, বিদ্যুৎ এবং দারোয়ান, নিরাপত্তা প্রহরী, পাম্পম্যান, লিফটম্যান এবং কেয়ারটেকারের বেতনসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ যাচাইযোগ্য প্রমাণ সাপেক্ষে বার্ষিক মূল্যের অনধিক ১/৪ অংশ অনুমোদন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৫ এর উপধারা (১) এ ক্লজ (h) এর প্রতিস্থাপনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে বাড়ী ভাড়ার আয় নির্ণয়ের সময় মেরামত ও আদায় খরচ বাবদ বার্ষিক মূল্যের ১/৫ অংশ অনুমোদন করা হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ২৫ এর উপ ধারা (১) এর ক্লজ (h) প্রতিস্থাপনের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, গৃহ সম্পত্তি হইতে আয় নির্ণয়ের সময় মেরামত, আদায়, পয়ঃ ও পানি, বিদ্যুৎ এবং দারোয়ান, নিরাপত্তা প্রহরী, পাম্পম্যান, লিফটম্যান এবং কেয়ারটেকারের বেতনসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ বাবদ কোন প্রমাণ ছাড়াই বার্ষিক মূল্যের ১/৫ অংশ অনুমোদন করা হইবে। তবে, উপরি উক্ত খরচ সমূহের প্রমাণ উপস্থাপন করিলে এবং যাচাইযোগ্য হইলে এই খরচ বার্ষিক মূল্যের অনধিক ১/৪ অংশ অনুমোদন করা যাইবে।

০৮। বোনাস শেয়ার ব্যতীত ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানীর শেয়ার ও ষ্টক হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা নিঃশর্তভাবে করমুক্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এ ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৭) এর প্রতিস্থাপনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে, সরকারী সিকিউরিটিজ এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানীর প্রাথমিক শেয়ার ও ষ্টক হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা করমুক্ত ছিল। ইহার ফলে ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার সেকেন্ডারী মার্কেট বা পূর্ববর্তী মালিকের নিকট হইতে ক্রয় করতঃ পরবর্তীতে হস্তান্তর করিলে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফার উপর করারোপন করা হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩২ এর উপ ধারা (৭) এর প্রতিস্থাপনের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, বোনাস শেয়ার ব্যতীত সরকারী সিকিউরিটিজ এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানীর প্রাইমারী বা সেকেন্ডারী নির্বিশেষে যে কোন শেয়ার ও ষ্টক হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা করমুক্ত থাকিবে।

০৯। ব্যবসায় ব্যবহৃত মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা করদাতার যে কোন ব্যবসায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মূলধনী সম্পত্তি ক্রয়ে বিনিয়োগ করিলে উক্ত মূলধনী মুনাফা করমুক্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩২ এর উপ ধারা (৫) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে করদাতার ব্যবসায় ব্যবহৃত মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মুনাফা একই ব্যবসায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মূলধনী সম্পত্তি ক্রয়ে বিনিয়োগ করিলে উক্ত মূলধনী মুনাফা করমুক্ত ছিল। কিন্তু করদাতার অন্য যে কোন ব্যবসায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মূলধনী সম্পত্তি ক্রয়ে বিনিয়োগ করিলে উহা করারোপনযোগ্য হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৫) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, ব্যবসায় ব্যবহৃত মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মুনাফা করদাতা একই বা অন্য যে কোন ব্যবসায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মূলধনী সম্পত্তি ক্রয়ে বিনিয়োগ করিলে উক্ত মূলধনী মুনাফা কর মুক্ত থাকিবে।

১০। হাইকোর্ট ডিভিশন এবং আপীল ডিভিশনে মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে কর পরিশোধ সংক্রান্ত পূর্বশর্ত বিলোপকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬০ ও ১৬২ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনের ধারা ১৬০ অনুযায়ী হাইকোর্ট ডিভিশনে করদাতা কর্তৃক মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের আদেশ ও আপীল আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় করের পার্থক্যের ২৫% এবং ধারা ১৬২ অনুযায়ী আপীল ডিভিশনে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট ডিভিশনের আদেশ ও ট্রাইবুনালের আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় করের পার্থক্যের ২৫% পরিশোধের বিধান ছিল। তাহা ছাড়া, করদাতা উপরিউক্ত কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতির জন্য বোর্ডে আবেদন করিতে পারিতেন। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬০ ও ১৬২ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা হাইকোর্ট ডিভিশন ও আপীল ডিভিশনে মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে কর পরিশোধের পূর্বশর্ত এবং বোর্ড কর্তৃক উক্ত কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি প্রদানের বিধান বিলোপ করা হইয়াছে।

১১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে সুদসহ মন্দ ও কুঋণের উপর প্রতিশ্রুতিং এর সময়সীমা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বৃদ্ধিকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর ক্লজ (xviiiia) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে সুদসহ মন্দ ও কুঋণের প্রতিশ্রুতিং এর মেয়াদ ১৯৯৫-৯৬ কর বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকিবার বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর ক্লজ (xviiiia) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আওতায় শ্রেণীবিন্যাসকৃত মন্দ ও কুঋণ সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত ১৯৯৫-৯৬ কর বৎসরের পরেও উপরিউক্ত

ব্যাংকসমূহ সুদসহ মন্দ ও কুঋণের প্রতিশনিং করিতে পারিবে এবং কর নির্ধারণের সময় উহা খরচ হিসাবে অনুমোদন করা হইবে।

১২। উপ-কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার বা কর কমিশনার (আপীল) এর নিকট মামলা দায়ের করিবার সময়সীমা ৬০ (ষাট) দিন নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৪ এর উপ-ধারা (২) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে উপ কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিবার সময়সীমা ছিল ৩০ (ত্রিশ) দিন। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৪ এর উপ-ধারা (২) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, উপ কর কমিশনার কর্তৃক দাবীনামা জারির তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে করদাতাকে আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার বা কর কমিশনার (আপীল) এর নিকট মামলা দায়ের করিতে হইবে। ১লা জুলাই, ১৯৯৫ অথবা তৎপরবর্তী সময়ে আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে নূতন প্রবর্তিত এই সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে।

১৩। কর বিভাগ কর্তৃক ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে বোর্ডের পূর্বানুমোদন গ্রহণ এবং এইরূপ মামলা দায়ের করিবার সময়সীমা ১২০ দিন নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৮ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে আপীল আদেশের বিরুদ্ধে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের নির্দেশ প্রয়োজন হইত এবং এইরূপ মামলা দায়ের করিবার সময়সীমা ছিল আপীল আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিন। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৮ এর উপধারা (৩) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, বোর্ডের নির্দেশ ব্যতীত ট্রাইবুনালে কোন মামলা দায়ের করা যাইবেনা। এখন হইতে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার পূর্বের ন্যায় আপীল আদেশ প্রাপ্তির পর উপ কর কমিশনারের প্রতিক্রিয়া প্রতিবেদন সংগ্রহ করিবেন এবং যেই ক্ষেত্রে ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে করিবেন শুধুমাত্র সেইক্ষেত্রেই অনুমোদনের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করিবেন এবং বোর্ড অনুমোদন প্রদান করিলেই কেবল ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করা যাইবে। কর বিভাগ কর্তৃক ট্রাইবুনালে এইরূপ মামলা দায়ের করিবার সময়সীমা ধারা ১৫৮ এর উপ-ধারা (৪) এর সংশোধনের মাধ্যমে ১২০ (একশত বিশ) দিন নির্ধারণ করা হইয়াছে। নূতন প্রবর্তিত এই বিধান ১লা জুলাই ১৯৯৫ তারিখ বা তৎপরবর্তী সময়ে ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৪। রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলার আদি গিরিবাসী ব্যক্তির ঐ পাহাড়ী জেলাসমূহে সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হইতে উদ্ধৃত আয় করমুক্তকরণ -আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট "এ" তে নতুন অনুচ্ছেদ ২৭ সংযোজনঃ
অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফশীলে পার্ট "এ" তে নূতন অনুচ্ছেদ ২৭ সংযোজনের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে

যে, বর্তমানে বলবৎ যে কোন আদেশ বা রেগুলেশনে যাহাই বলা থাকুকনা কেন, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জেলা সমূহের আদি গিরিবাসীর ঐ জেলা সমূহে সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত আয় সম্পূর্ণভাবে করমুক্ত থাকিবে। তবে, উপরিউক্ত জেলা সমূহের বাহিরে উদ্ধৃত আয়ের উপর আয়কর আইন অনুযায়ী করারোপন করা হইবে।

১৫। বীমা কমিশন হইতে উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাসকরণ এবং আয় বৎসরে মোট কমিশন প্রাপ্তি ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা অতিক্রম না করিলে উৎসে কর কর্তন না করা -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩জি এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে বীমা প্রতিনিধিকে প্রদেয় যে কোন অংকের বীমা কমিশন হইতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩জি তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা বীমা কমিশন হইতে উৎসে কর কর্তনের হার ৫% এ নির্ধারণ করা হইয়াছে। তাহাছাড়া, আয় বৎসরে কোন বীমা প্রতিনিধিকে প্রদেয় কমিশন ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা অতিক্রম না করিলে কর কর্তন না করিবার বিধানও প্রবর্তন করা হইয়াছে।

১৬। যে কোন রপ্তানী ব্যবসায় হইতে প্রাপ্ত আয়ের ৫০% করমুক্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসীলের পার্ট "এ" তে নতুন অনুচ্ছেদ ২৮ সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসীলের পার্ট "এ" তে নতুন অনুচ্ছেদ ২৮ সংযোজনের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, বাংলাদেশে কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধিত নহে এইরূপ কোম্পানী ব্যতীত অন্য যে কোন করদাতা যে কোন রপ্তানী ব্যবসায় হইতে আয় প্রাপ্ত হইলে উক্ত আয়ের ৫০ শতাংশ করমুক্ত থাকিবে। স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি এবং দেশে উৎপাদিত অন্যান্য তৈয়ারী পণ্য সামগ্রী যে কোন সংস্থার নিকট তাহাদের বৈদেশিক মুদ্রার কোটায় সংগ্রহ কার্যক্রমের অধীনে বিক্রয় হইলে অথবা স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত কাঁচামাল বা অন্যান্য উপকরণাদি অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের ভিত্তিতে রপ্তানীমুখী শিল্পসমূহে সরবরাহ করা হইলে তাহাও "রপ্তানী ব্যবসায়" এর সংজ্ঞাতুক্ত হইবে।

১৭। দাবীনামা জারীর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসরের মধ্যে করদাতা কর্তৃক রিফান্ডের আবেদন করিবার বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫০ এর উপ-ধারা (২) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে সংশ্লিষ্ট কর বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৪ (চার) বৎসরের মধ্যে করদাতা কর্তৃক কর প্রত্যর্পনের জন্য আবেদন করিবার বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫০ এর উপ-ধারা (২) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, রিফান্ড সৃষ্টি সংক্রান্ত দাবীনামা জারীর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসরের মধ্যে রিফান্ডের আবেদন না করিলে কোন রিফান্ড প্রদেয় হইবে না। রিফান্ডের আবেদনের এই

সময়সীমা ১লা জুলাই ১৯৯৫ এবং তৎপরবর্তী সময়ে জারীকৃত দাবীনামার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৮। বিলম্বিত কর প্রত্যর্পনের উপর ৭.৫% হারে সুদ প্রদান -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫১ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কর নির্ধারণের তারিখ অথবা রিফান্ডের আবেদনের তারিখের পরবর্তী ২ (দুই) মাসের মধ্যে রিফান্ড প্রদান করা না হইলে উক্ত দুই মাসের পরবর্তী মাস হইতে রিফান্ড প্রদানের তারিখ পর্যন্ত ১০% হারে সুদ প্রদানের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫১ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, রিফান্ডের আবেদনের তারিখ হইতে পরবর্তী ২ মাসের মধ্যে রিফান্ড প্রদান করা না হইলে উক্ত ২ মাস শেষ হইবার পরবর্তী মাস হইতে রিফান্ড প্রদানের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ৭.৫% হারে সুদ প্রদান করা হইবে।

১৯। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে সংজ্ঞায়িত যে কোন কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত বাড়ীভাড়া বাবদ প্রদেয় অংক হইতে উৎসে কর কর্তনে বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩এ সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে সরকার, যে কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, বডি এবং উহাদের ইউনিটসমূহ, ব্যাংকিং কোম্পানী, সমবায় ব্যাংক, কতিপয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ কোম্পানী আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী গঠিত কোম্পানী কর্তৃক বাড়ীভাড়া বাবদ প্রদেয় অংক হইতে উৎসে কর্তনের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩এ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের পাশাপাশি আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ২ এর ক্লজ (২০) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন কোম্পানী কর্তৃক বাড়ীভাড়া বাবদ প্রদেয় বা প্রদত্ত অংক হইতে বিধি অনুসারে উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে।

২০। উৎসে কর কর্তন নিয়ন্ত্রনে নিয়োজিত কর কমিশনার বা উপ-কর কমিশনার কর্তৃক উৎসে কর কর্তনে বা কর্তিত কর জমাদানে ব্যর্থ (খেলাপী) ব্যক্তির নিকট হইতে মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৭এ সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে এইরূপ বিধান ছিল যে, শুধুমাত্র কর নির্ধারণী উপ-কর কমিশনার উৎসে কর কর্তনের ক্ষেত্রে খেলাপী ব্যক্তির নিকট হইতে জরিমানা সহ কর্তিত কর জমাদানের ক্ষেত্রে খেলাপী ব্যক্তির নিকট হইতে কর্তিত করের উপর মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত অংক আদায় করিতে পারিতেন। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৭ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, আয়কর বিধিমালা অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত কর কমিশনার বা উপ-কর কমিশনার উৎসে কর কর্তনের ক্ষেত্রে খেলাপী ব্যক্তির নিকট হইতে কর্তিত করের উপর মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

২১। মূলধনী সম্পত্তি অর্জনের ৫ বৎসরের মধ্যে হস্তান্তরিত হইলে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে এবং ৫ বৎসর পর হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ব্যক্তিশ্রেণীভুক্ত করদাতাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫% হারে মূলধনী মুনাফা করারোপন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর দ্বিতীয় তফশীলের অনুচ্ছেদ ২ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে মূলধনী সম্পত্তি অর্জনের ২ বৎসরের মধ্যে হস্তান্তরিত হইলে সকল করদাতার ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হারে করারোপন করা হইত এবং ব্যক্তিশ্রেণীভুক্ত করদাতাদের ক্ষেত্রে ২-১০ বৎসরের মধ্যে হস্তান্তরিত হইলে সর্বোচ্চ ২০% হারে এবং ১০ বৎসর পরে হস্তান্তরিত হইলে সর্বোচ্চে ১৫% হারে মূলধনী মুনাফা করারোপন করা হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর দ্বিতীয় তফশীলের অনুচ্ছেদ-২ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, মূলধনী সম্পত্তি অর্জনের ৫ বৎসরের মধ্যে হস্তান্তরিত হইলে সকল করদাতার ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হার এবং অর্জনের ৫ বৎসর পরে হস্তান্তরিত হইলে ব্যক্তিশ্রেণীভুক্ত করদাতাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫% হারে মূলধনী মুনাফা করারোপন করা হইবে।

২২। কর কমিশনার কর্তৃক ভবিষ্য তহবিল অনুমোদনের সময়সীমা ৬ (ছয়) মাস নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১ম তফশীলের পার্ট "বি" এর অনুচ্ছেদ ২ এর উপানুচ্ছেদ (১) এর প্রতিস্থাপনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কর কমিশনার কর্তৃক ভবিষ্য তহবিল অনুমোদনের আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদানের কোন সময়সীমা ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১ম তফশীলের পার্ট "বি" এর ২ এর উপানুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপনের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, ভবিষ্য তহবিল অনুমোদনের আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে কর কমিশনার অবশ্যই তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, অন্যথায় ভবিষ্য তহবিল অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৩। বোর্ড কর্তৃক বিদেশী টেকনিশিয়ানদের চাকুরী চুক্তি অনুমোদনের সময়সীমা ৬ (ছয়) মাস নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট "এ" এর অনুচ্ছেদ-১৫ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কর অব্যাহতির জন্য বিদেশী টেকনিশিয়ানদের চাকুরী চুক্তি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের কোন সময়সীমা ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট "এ" এর অনুচ্ছেদ-১৫ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, বিদেশী টেকনিশিয়ানদের চাকুরী আরম্ভ হইবার পূর্বে যে কোন সময় অথবা আরম্ভ হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে চুক্তি অনুমোদনের জন্য বোর্ডে আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদন পত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বোর্ড ইহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, অন্যথায় চাকুরী চুক্তি অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৪। প্রিজাম্পটিভ এ্যাসেসমেন্ট ব্যতীত অন্য সকল কর নির্ধারণী আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার ক্ষেত্রে নিরূপিত করে ন্যূনপক্ষে ১৫% প্রদান এবং প্রিজাম্পটিভ এ্যাসেসমেন্ট সহ সকল ক্ষেত্রে এইরূপ কর পরিশোধ হইতে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার কর্তৃক অব্যাহতি প্রদানের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৩ এর উপধারা (৩) এর ক্লজ (এ) ও (বি) এর প্রতিস্থাপনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে প্রিজাম্পটিভ এ্যাসেসমেন্ট ব্যতীত অন্য যে কোন কর নির্ধারণী আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম আপীল করিবার সময় স্বীকৃত দায় পরিশোধের এবং প্রিজাম্পটিভ এ্যাসেসমেন্টের বিরুদ্ধে প্রথম আপীলের সময় নিরূপিত করে কমপক্ষে ২৫% পরিশোধের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৫৩ এর উপধারা (৩) এর ক্লজ (এ) ও (বি) প্রতিস্থাপনের দ্বারা প্রিজাম্পটিভ এ্যাসেসমেন্টের বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে নিরূপিত করে ন্যূনপক্ষে ২৫% এবং অন্য যেকোন কর নির্ধারণী আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে নিরূপিত করে ন্যূনপক্ষে ১৫% পরিশোধের বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। তাহাছাড়া, করদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার উপরিউক্ত কর পরিশোধ হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিক অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন -এইরূপ বিধানও আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ১লা জুলাই, ১৯৯৫ অথবা তৎপরবর্তী সময়ে আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে নূতন প্রবর্তিত এই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২৫। অনিবাসী ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত প্রদান না করা -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট "বি" শিরোনামার সংশোধনঃ
ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে নিবাসী করদাতার ন্যায় অনিবাসী করদাতাও বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত লাভ করিতেন। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট "বি" এ বর্ণিত বিনিয়োগসমূহের উপর বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত শুধুমাত্র নিবাসী করদাতাদের ক্ষেত্রে প্রদান করা যাইবে।

২৬। সকল ক্ষেত্রে গোপন আয়ের উপর প্রদেয় করের আড়াই গুন জরিমানা আরোপ এবং এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনারের নিকট আপীল করার বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১২৮ এর উপধারা (১) এবং ধারা ১৫৩ এর উপধারা (১) এর ক্লজ (ই) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে গোপন আয়ের উপর প্রদেয় করের ৫ গুন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আড়াই গুন জরিমানা আরোপ করা হইত, এবং উপ কর কমিশনারের এইরূপ জরিমানা আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীলের বিধান আইনে ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে ধারা ১২৮ এর উপধারা (১) এর সংশোধনের দ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, যে কোন ক্ষেত্রে গোপন আয় ধরা পড়িলে উক্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য করের আড়াই গুন জরিমানা আরোপ করা হইবে। অন্যদিকে ধারা ১৫৩ এর উপধারা (১) এর ক্লজ (ই) সংশোধনের মাধ্যমে উপ কর কমিশনার কর্তৃক এইরূপ জরিমানা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার বিধানও প্রবর্তন করা হইয়াছে।

২৭। কর মামলা তামাদি হইবার সময়সীমা সাধারণ ক্ষেত্রে ১ (এক) বৎসর এবং পুনঃ উন্মোচনের ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসর নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৯৪ এর উপধারা (১) ও (২) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে সাধারণ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী দুই বৎসর পরে কর মামলা তামাদি হইয়া যাইত এবং যে ক্ষেত্রে রিটার্ণ চাহিয়া নোটিশ করা হইত অথবা গোপন আয় বা ভুল তথ্যের সন্নিবেশের কারণে কর মামলা পুনঃ উন্মোচন নোটিশ প্রদান করা হইত সেই ক্ষেত্রে যে বৎসরে নোটিশ করা হইল সেই বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৪ বৎসর পরে কর মামলা তামাদি হইয়া যাইত। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৯৪ এর উপধারা (১) ও (২) এর সংশোধনের দ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, সাধারণ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে কর মামলা তামাদি হইয়া যাইবে। তামাদি হইবার এই সময়সীমা ১লা জুলাই, ১৯৯৫ তারিখে অথবা তৎপরবর্তী সময়ে আরদ্ধ কর বৎসর সমূহের জন্য প্রযোজ্য হইবে। যেই ক্ষেত্রে ১লা জুলাই, ১৯৯৫ এবং তৎপরবর্তী সময়ে ধারা ৯৩ এর উপধারা (৩) এর ক্লজ (এ) ও (বি) অনুযায়ী নোটিশ জারি করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে যে বৎসর নোটিশ জারি করা হইয়াছে উক্ত বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী দুই বৎসর পরে কর মামলা তামাদি হইয়া যাইবে। ইহাছাড়া যেই ক্ষেত্রে ১লা জুলাই, ১৯৯৫ এবং তৎপরবর্তী সময়ে ধারা ৯৩ এর উপধারা (৩) এর ক্লজ (সি) অনুযায়ী নোটিশ জারি করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে যেই বৎসর নোটিশ জারি করা হইয়াছে সেই বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী এক বৎসর পরে কর মামলা তামাদি হইয়া যাইবে।

২৮। বোনাস শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ইহার অর্জন মূল্য না ধরা এবং হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা উপর করারোপন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩২ তে নূতন উপধারা (১এ) সংযোজনঃ

বিদ্যমান আইনে মূলধনী সম্পদের হস্তান্তর মূল্য হইতে উক্ত সম্পদের অর্জনমূল্য (cost of acquisition) বাদ দিয়া মূলধনী মুনাফা নিরূপনের বিধান প্রচলিত আছে। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে ধারা ৩২তে নূতন উপধারা (১এ) সংযোজনের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, বোনাস শেয়ার হস্তান্তর হইতে মূলধনী মুনাফা নির্ণয়ের সময় ইহার অর্জন মূল্য (cost of acquisition) শূন্য বলিয়া ধরা হইবে এবং সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্যই মূলধনী মুনাফা হিসাবে করারোপন করা হইবে।

২৯। তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ডিপোজিট পেনশন স্কীমে ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক জমাকৃত অর্থের উপর বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত প্রদান -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিলের পার্ট "বি" এর অনুচ্ছেদ ১১ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে শুধুমাত্র সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ডিপোজিট পেনশন স্কীম হিসাবে ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক জমাকৃত অর্থের উপর বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত প্রদান করা হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে ৬ষ্ঠ তফসিলের পার্ট "বি" এর অনুচ্ছেদ ১১ তে সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ

বিধান করা হইয়াছে যে, তফসিলী ব্যাংকসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে অনুরূপ কোন ডিপোজিট পেনশন স্কীম চালু করিলে এবং ইহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উক্ত স্কীমের হিসাবে ব্যক্তি করদাতার জমাকৃত অর্থের উপরও বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

৩০। অংশীদারী ফার্মের নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত ফার্ম হিসাবে পৃথক মর্যাদা বিলোপকরণ এবং যে কোন অংশীদারী ফার্মকে আয়কর আইনে শুধু ফার্ম হিসাবে মর্যাদা প্রদান - আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ২ এর ক্লজ (৫৩) ও (৫৭), ধারা ৪২ এর উপধারা (২) ও (৩), ধারা ৮৫ এর উপধারা (১) এর ক্লজ (এ) ও (বি) এবং ৬ষ্ঠ তফসিলের পার্ট "বি" এর অনুচ্ছেদ ১৬ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে নিবন্ধিত ফার্ম ও অনিবন্ধিত ফার্মের পৃথক মর্যাদা এবং পৃথক করারোপন পদ্ধতি ও লোকসান সমন্বয়করণের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা যে কোন অংশীদারী ফার্মকে শুধু ফার্মের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বেকার অনিবন্ধিত ফার্মের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের যে যে বিধান প্রযোজ্য ছিল উক্ত বিধানসমূহ বর্তমান ফার্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে এবং নিবন্ধিত ফার্মের ক্ষেত্রে পৃথক কর হার প্রচলনসহ সকল বিধান বিলোপ করা হইয়াছে।

৩১। যে কোন উৎপাদিত পণ্য বিতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রদেয় কমিশন বা ফী হইতে ৫% হারে উৎসে কর কর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই এর প্রতিস্থাপনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কর্পোরেশন, বডি কর্তৃপক্ষ ইহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ইউনিটসমূহ সহ কোম্পানী আইন, ১৯১৩ এর অধীনে নিবন্ধিত কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদিত কতিপয় পণ্য বিতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রদেয় কমিশন বা ফী হইতে ৫% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে ধারা ৫৩ই প্রতিস্থাপনের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, কর্পোরেশন, বডি, কর্তৃপক্ষ এবং ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন ইউনিটসমূহসহ কোম্পানী আইন, ১৯১৩ অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে নিবন্ধিত যে কোন কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদিত যে কোন পণ্য বিতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রদেয় কমিশন বা ফী হইতে ৫% হারে উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে।

৩২। বিনামূল্যে নমুনা বন্টন বাবদ খরচ অনুমোদনের হার পুনঃ নির্ধারণ -আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৬৫সি এর সংশোধনঃ

বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী নমুনা বন্টন বাবদ ব্যবসায় খরচ অনুমোদনের স্তরভিত্তিক তিনটি হার যথাক্রমে ১%, ০.৫০% ও ০.২৫% ছিল। আয়কর বিধিমালার বিধি ৬৫সি সংশোধনের দ্বারা উপরিউক্ত হারসমূহ যথাক্রমে ১.৫০%, ০.৭৫% এবং ০.৩৭৫% এ পুনঃ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

৩৩। পাবলিক কোম্পানী কর্তৃক ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতাকে প্রদেয় লভ্যাংশের অংক দশ হাজার টাকা অতিক্রম না করিলে উৎসে কর কর্তন না করা -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৪ এর উপধারা (২) এর প্রভাইসো এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী কর্তৃক ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতাকে প্রদেয় লভ্যাংশের অংক কোন আয় বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা অতিক্রম না করিলে উৎসে কর কর্তন করা হইত না। অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে ধারা ৫৪ এর উপধারা (২) এর প্রভাইসোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, কোন আয় বৎসরে পাবলিক কোম্পানী কর্তৃক ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতাকে প্রদেয় লভ্যাংশ দশ হাজার টাকা অতিক্রম না করিলে উৎসে কর কর্তন করা হইবে না।

৩৪। ঠিকাদার ও সরবরাহকারী কর্তৃক মোট বিল প্রাপ্তির ২.৫ % কর প্রদান এবং সেই অনুপাতে আয় প্রদর্শন করিয়া রিটার্ন দাখিল করিলে উহা সঠিক ও সম্পূর্ণ হিসাবে গ্রহণের বিধান প্রবর্তন -আয়কর বিধিমালার বিধি ৩৮এ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে যে সকল করদাতার একমাত্র আয়ের উৎস ঠিকাদারী ও সরবরাহ ব্যবসা তাহারা মোট বিল প্রাপ্তির কমপক্ষে ৪% কর পরিশোধ করিয়া এবং সেই অনুপাতের আয় প্রদর্শন করিয়া রিটার্ন দাখিল করিলে রিটার্ন ভিত্তিতেই কর নির্ধারণের বিধান ছিল। আয়কর বিধি ৩৮এ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের দ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের বিল প্রাপ্তির উপর কমপক্ষে ২.৫% হারে কর প্রদান করতঃ আনুপাতিক হারে আয় দেখাইয়া রিটার্ন দাখিল করিলে রিটার্ন ভিত্তিতেই কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইবে।

৩৫। আয়করের হারঃ

(ক) ব্যক্তিশ্রেনীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে ১৯৯৪-৯৫ কর বৎসরের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রবর্তিত কর হার ১৯৯৫-৯৬ কর বৎসরের জন্যও বহাল থাকিবে।

এই কর হার অনুযায়ী ব্যক্তিশ্রেনীভূক্ত কোন করদাতার নির্ধারিত কর ১,২০০/- টাকার কম হইলে তাহাকে কমপক্ষে ১২০০/- টাকা প্রদান করিতে হইবে। তবে, কোন করদাতার নির্ধারিত কর ১,২০০/- টাকা অথবা তাহার অধিক হয়, কিন্তু বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত (Investment Tax Credit) প্রদানের ফলে প্রদেয় কর ১,২০০/- টাকার কম হইয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত হ্রাসপ্রাপ্ত অংকই করদাতার প্রদেয় কর হইবে।

আরো উল্লেখ থাকে যে, কোন ফার্মের আয়, মুনাফা ও লাভ (income profits and gains) যদি পেশাভিত্তিক হয় এবং উক্ত ফার্মের আয়, মুনাফা ও লাভ সম্পূর্ণরূপে অথবা প্রধানতঃ অংশীদারদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল হয় এবং ঐ সকল অংশীদারগণ আপাতত বলবৎ কোন আইন

অথবা তাহারা যে পেশাজীবী সমিতি বা সংস্থার সদস্য তাহার রেওয়াজ, বিধি অথবা প্রবিধানের কারণে সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থারূপে Companies Act. 1913 (VII of 1913) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে উক্ত ফার্ম কর্তৃক কোন আয়কর প্রদেয় হইবে না। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় এস.আর.ও জারী করা হইতেছে।

(খ) অনিবাসী ব্যক্তিশ্রেনীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, কোম্পানী নহে বাংলাদেশে অনিবাসী, এইরূপ কোন ব্যক্তি শ্রেনীভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে ২৫% হারে আয়কর আরোপিত হইবে।

(গ) কোম্পানীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হার নিম্নরূপ পুনর্বিन্যাস করা হইয়াছেঃ

	<u>হার</u>
(১) ক্রমিক নং (৩) এ বর্ণিত কোম্পানীসমূহ ব্যতীত এইরূপ সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহা পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী -----	৩৫ %
(২) ক্রমিক নং (৩) এ বর্ণিত কোম্পানীসমূহ ব্যতীত এইরূপ সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহা পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী নহে -----	৪০ %
(৩) ব্যাংক, বীমা, অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ এর ক্লজ (২০) এর সাব-ক্লজ (এ), (বি), (বিবি), (বিবিবি) ও (সি) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে -----	৪৭.৫ %

উল্লেখ্য, কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ডিভিডেন্ড হইতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ কর হার অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

অর্থ আইন, ১৯৯৫ এ সংযোজিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী বলিতে এইরূপ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী বুঝাইবে যাহা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করেঃ

- (১) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তিতে পরিশোধিত মূলধনের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ ইহার উদ্যোক্তা এবং পরিচালক মন্ডলীর সদস্য ব্যতীত অন্যান্যদের মালিকানায় থাকিতে হইবে এবং এই মর্মে উক্ত কোম্পানীর চার্টার্ড একাউন্টেন্টের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে;
- (২) উদ্যোক্তা এবং পরিচালক মন্ডলীর সদস্যগণ বেনামীতে কোন শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না; এবং

(৩) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তির পূর্বে কোম্পানীটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইতে হইবে।

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ কর অবকাশ, ত্বরায়িত অবচয় ভাতা এবং অন্যান্য সংশোধনী সম্পর্কে পরবর্তীতে পৃথকভাবে স্পষ্টীকরণ জারী করা হইবে।

মোঃ ছামাযুন কবির ভূঁঞা
প্রথম সচিব (কর-১)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ফোনঃ ৪০৬৬৮০।

নথি নং ৬(৫৭) কর-৩/৯৪

তারিখঃ ০৪/০৯/৯৫ ইং

পরিপত্র নং-২ (আয়কর)

১৯৯৫-৯৬

বিষয়ঃ সহজভাবে কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার আওতায় পাবলিক কোম্পানী ব্যতীত সকল করদাতা তাহাদের সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের ১০% অধিক আয় দেখাইয়া রিটার্ন দাখিল করিলে উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতেই কর নির্ধারণ সম্পন্নকরণ প্রসংগে।

অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন সংযোজিত ধারা ৮২এ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে বোর্ড নিম্নরূপ স্পষ্টীকরণ জারী করিতেছেঃ

- ১। কোম্পানী আইনে সংজ্ঞায়িত পাবলিক কোম্পানী ব্যতীত যে কোন করদাতা, যাহার ৩০/৬/৯৫ ইং তারিখে বা তৎপূর্বে অন্ততঃ একবার কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের ১০% অধিক এবং অনিস্পন্ন কর মামলার ক্ষেত্রে প্রতি কর বৎসরের জন্য ক্রমানুসারে আরও ১০% অধিক আয় দেখাইয়া রিটার্ন দাখিল করিলে উক্ত রিটার্ন সঠিক ও সম্পূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হইবে এবং শুনানী ব্যতিরেকেই ৮২এ ধারা অনুযায়ী কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইবে।
- ২। এইরূপ রিটার্ন আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৭৫(২)(সি) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে দাখিল করিতে হইবে এবং স্বনির্ধারণী পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য সবুজ রঙের রিটার্ন ব্যবহার করিতে হইবে। উক্ত ফরমের "স্বনির্ধারণী" শব্দটির স্থলে "৮২এ ধারা অনুযায়ী" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে।
- ৩। রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা তৎপূর্বে ন্যূনতম কর ১,২০০/- টাকা অথবা রিটার্ন ভিত্তিতে প্রদেয় কর, যাহা অধিক, পরিশোধ করিতে হইবে। এই পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্নের ভিত্তিতে কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে রিফান্ড সৃষ্টি হইলে উক্ত রিটার্ন ৮২এ ধারায় রিটার্ন হিসাবে বিবেচিত হইবে না।
- ৪। যে সকল ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশের ৭৫(২)(ডি) ধারা অনুযায়ী সম্পদ ও দায় বিবরণী দাখিল করা বাধ্যতামূলক, সেই ক্ষেত্রে নীট সম্পদ পরিবৃদ্ধির পরিমাণ ৮২এ ধারার অধীনে দাখিলকৃত রিটার্নে প্রদর্শিত আয় এবং সর্বশেষ কর বৎসরের নিরূপিত আয় বা রিটার্ন আয়ের পার্থক্যের বেশী হইতে পারিবে না, এবং
- ৫। এই ধারায় (৮২এ ধারা) বিধান অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের সুবিধা ১৯৯৫-৯৬ এবং ১৯৯৬-৯৭ কর বৎসরের জন্য বহাল থাকিবে।

মোঃ হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া

প্রথম সচিব (কর-১)

মুখি নং ৬(৫৭) কর-৩/৯৪

তারিখঃ ০৪/০৯/৯৫ ইং

পরিপত্র নং-৩ (আয়কর)

১৯৯৫-৯৬

বিষয়ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২ ধারায় কর নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইহার পরিপত্র নং-৫(আয়কর)/৯৪ তারিখঃ ১০/১২/৯৪ এতদ্বারা বাতিলপূর্বক আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর নতুন প্রবর্তিত ধারা ৮২বি এর ক্ষমতাবলে রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের ভিত্তিতে ৮২ ধারায় কর নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ নির্দেশ জারী করিলেনঃ

১। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২(৫৮) ধারায় বেতন সংজ্ঞায় নির্ধারিত আয়ে ক্ষেত্রে এবং কৃষি, সুদ ও ডিভিডেন্ড আয়ের ক্ষেত্রে রিটার্নে প্রদর্শিত আয় গ্রহণ করিয়া ৮২ ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইবে। কোন করদাতা আয়কর বিধি-৩৩ এ বর্ণিত আনুতোষিক (perquisite) এর বেশী দাবী করিলে তাহা বিধি অনুসারে সংশোধন করার জন্য সংশ্লিষ্ট করদাতাকে সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। করদাতা সেই সুযোগ গ্রহণ না করিলে স্বাভাবিক নিয়মে কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইবে।

২। যে ক্ষেত্রে রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের ভিত্তিতে প্রদেয় কর ১,২০০/- টাকার বা তাহার অধিক হয়, সেসব ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত করদাতাদের কর মামলা ৮২ ধারায় সম্পন্ন করা হইবেঃ

(ক) বাড়ী ভাড়া আয়ের ক্ষেত্রে সবশেষ বাৎসরিক ভাড়া প্রাপ্তি ৯৬,০০০/- টাকার অধিক না হইলে (নীট ভাড়া যাহাই নিরূপিত হউক না কেন), একই বাড়ীর ক্ষেত্রে (যাহাতে প্রদত্ত রিটার্ন অনুসারে কোন সংযোজন বা পরিবর্তন করা হয় নাই) প্রদর্শিত ভাড়া গ্রহণ করা হইবে।

(খ) ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা, অনিবন্ধিত ফার্ম ও এ, ও পি (ব্যক্তি সংঘ) এর ব্যবসা বা পেশা আয়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কর নিরূপিত বৎসরে ব্যবসা বা পেশা আয় ৮০,০০০/- টাকার অধিক না হইলে একই ব্যবসা বা পেশার প্রদর্শিত আয় গ্রহণ করা হইবে।

৩। নতুন ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা যাহার আয়ের একমাত্র উৎস ব্যবসা বা পেশা অথবা ব্যবসা বা পেশা আয়ের সহিত বেতন, কৃষি, সুদ, ডিভিডেন্ড আয় রহিয়াছে, তাহার ব্যবসার প্রারম্ভিক পুঁজি ৫০,০০০/- টাকার অধিক না হইলে এবং প্রদর্শিত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে কর যাহা ন্যূনতম ১,২০০/- টাকার কম নহে প্রদান করিলে প্রদর্শিত আয়ের ভিত্তিতে ৮২ ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইবে।

- ৪। প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত করদাতাদের আয়কর মামলায় সম্পদ বিবরণী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বৎসরের বিনিয়োগ অথবা নীট সম্পদ, বৃদ্ধি প্রদর্শিত আয়ের ২০% যাহা সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকার অধিক হইবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, আয়কর অধ্যাদেশের ৭৫(২)(ডি) ধারার বিধান অনুসারে যে সব ক্ষেত্রে সম্পদ বিবরণী বাধ্যতামূলক নয়, সেসব ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না। যদি বিনিয়োগ অথবা সম্পদ বৃদ্ধি প্রদত্ত সম্পদ বিবরণী অনুসারে উল্লিখিত সর্বোচ্চ পরিমানের বেশী হয় তবে প্রচলিত নিয়মে কর মামলা নিষ্পন্ন করা হইবে।
- ৫। সংশ্লিষ্ট বৎসরে যদি করদাতা রিটার্ন অনুসারে অস্থাবর-সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১ হইতে ৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না। কোম্পানীর পরিচালকগণের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হইবে না।
- ৬। প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত আয় সমূহের ক্ষেত্রে কোন করদাতার একাধিক সূত্র হইতে আয় থাকিলেও যদি সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত প্রতিপালিত হয় তাহা হইলে রিটার্নে প্রদর্শিত আয় অনুসারে ৮২ ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইবে।
- ৭। উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমীচীন মনে করিলে উপ কর কমিশনারগণ ৮২ ধারায় আয়কর মামলা নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন।
- ৮। উল্লেখ্য যে ৮২বি ধারার (২) উপ ধারার বিধান অনুসারে ৮২ ধারায় নিষ্পন্ন কর মামলার কর বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে বোর্ড নির্দেশ প্রদান করিলে ইহার অধঃস্তন যে কোন কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করদাতার তিনটি কর বৎসরের নিষ্পন্ন কর মামলা হইতে যে কোন একটি কর বৎসরের নিষ্পন্ন কর মামলা নিরীক্ষা করিতে পারিবে। নিরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পুনরায় কর নির্ধারণের প্রয়োজন হইলে উক্ত কর মামলা সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং উপ কর কমিশনার সেই ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশের ৮৩ ধারায় অথবা প্রয়োজন হইলে ৮৪ ধারায় পুনরায় কর নির্ধারণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।
- ৯। উপরোক্ত নির্দেশাবলী এই পরিপত্র প্রাপ্তির তারিখে কর বৎসর নির্বিশেষে সকল অনিষ্পন্ন কর মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এই পরিপত্র অনুসারে প্রতিমাসে নিষ্পন্ন কর মামলার পরিসংখ্যান সংযুক্ত ছকে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কর কমিশনারগণ কর্তৃক বোর্ডকে অবহিত করিবেন।

মোঃ ছমায়ুন কবির ভূঁইয়া
প্রথম সচিব (কর-১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৬(৫৭) কর-৩/৯৪

তারিখঃ ০৪/০৯/৯৫ ইং

পরিপত্র নং-৪ (আয়কর)
১৯৯৫-৯৬

বিষয়ঃ গৃহ সম্পত্তি হইতে আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৫(১)(এইচ) অনুযায়ী মেরামত, আদায়, পয়ঃ ও পানি, বিদ্যুৎ এবং দারোয়ান, নিরাপত্তা প্রহরী, পাম্পম্যান, লিফটম্যান ও কেয়ারটেকারের বেতনসহ অন্যান্য আনুসাংগিক খরচ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৫ এর উপ ধারা (১) এর ক্লজ (এইচ) প্রতিস্থাপনের দ্বারা এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, গৃহসম্পত্তি হইতে আয় নিরূপনের সময় মেরামত, আদায়, পয়ঃ ও পানি, বিদ্যুৎ এবং দারোয়ান, নিরাপত্তা প্রহরী, পাম্পম্যান, লিফটম্যান ও কেয়ারটেকারের বেতনসহ অন্যান্য আনুসাংগিক খরচ বাবদ কোন প্রমান ছাড়াই বার্ষিক মূল্যের ১/৫ অংশ অনুমোদন করা হইবে। তবে, করদাতা উপরিউক্ত খরচ সমূহের প্রমান উপস্থাপন করিলে এবং যাচাইযোগ্য হইলে এই খরচ বার্ষিক মূল্যের অনধিক ১/৪ অংশ অনুমোদন করা হইবে। বোর্ডে এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে যে, কোন কোন উপ কর কমিশনার করদাতা কর্তৃক ১/৫ অংশের অধিক খরচ দাবীর ক্ষেত্রে উপরোক্ত খরচসমূহ যাচাইযোগ্য না হওয়ার কারণে ১/৫ অংশেরও কম খরচ অনুমোদন করিতেছেন। ইহা স্পষ্টতঃই আইনের পরিপন্থী।

এমতাবস্থায় বোর্ড এই মর্মে স্পষ্টীকরণ করিতেছে যে, গৃহসম্পত্তি হইতে আয় নিরূপনের সময় মেরামত, আদায়, পয়ঃ ও পানি, বিদ্যুৎ এবং দারোয়ান, নিরাপত্তা প্রহরী, পাম্পম্যান, লিফটম্যান ও কেয়ারটেকারের বেতনসহ অন্যান্য আনুসাংগিক খরচ বাবদ দাবী ১/৫ অংশ খরচ অনুমোদন করা হইবে।

মোঃ হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া
প্রথম সচিব (কর-১)

নথি নং ৬(৫৭) কর-৩/৯৪

তারিখঃ ২৬/০৯/৯৫ ইং

পরিপত্র নং-৫ (আয়কর)

১৯৯৫-৯৬

বিষয়ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২ ধারায় দাখিলকৃত রিটার্নের ভিত্তিতে কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্টিকরণ।

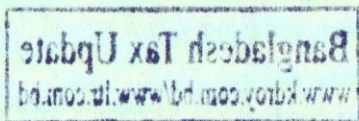
অর্থ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন সংযোজিত ৮২এ ধারার ক্লজ (এ) তে বলা হইয়াছে যে, এই ধারার অধীনে রিটার্ন আয়ের ভিত্তিতে প্রদেয় কর অথবা ১২,০০০/- টাকা, এই দুই এর মধ্যে যাহা অধিক, তাহা রিটার্ন দাখিলের সময়ে বা তৎপূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে এবং এইরূপ রিটার্নের ভিত্তিতে কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর প্রত্যর্পন (refund) সৃষ্টি হইলে উহা এই ধারায় রিটার্ন হিসাবে বিবেচিত হইবে না। প্রত্যর্পন সংক্রান্ত বিষয়টি লইয়া উহা এই ধারায় রিটার্ন হিসাবে বিবেচিত হইবে না। প্রত্যর্পন সংক্রান্ত বিষয়টি লইয়া কর কর্মকর্তাদের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃত পক্ষে এই প্রত্যর্পন সংক্রান্ত বিষয়টি উৎসে কর্তিত/সংগ্রহকৃত করের সহিত সম্পৃক্ত, আয়কর অধ্যাদেশের ৬৪ ধারায় অগ্রীম প্রদত্ত কর বা ৭৪ ধারায় রিটার্নের সাথে প্রদত্ত করের সহিত নহে। সুতরাং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই মর্মে স্পষ্টীকরণ করিতেছে যে ৮২ ধারায় দাখিলকৃত রিটার্নের ভিত্তিতে কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত/সংগ্রহকৃত কর সমন্বয়ের পর প্রত্যর্পন সৃষ্টি হইলে উক্ত রিটার্নই কেবল এই ধারার রিটার্ন হিসাবে বিবেচিত হইবে না। কিন্তু ৬৪ ধারায় অগ্রীম প্রদত্ত কর অথবা ৭৪ ধারায় রিটার্নের সহিত প্রদত্ত কর সমন্বয়ের পর প্রত্যর্পন সৃষ্টি হইলে এইরূপ রিটার্নকে ৮২এ ধারায় রিটার্ন হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে এবং কোন প্রকার গুনানী ব্যতিরেকেই কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিতে হইবে।

২। বোর্ড এই মর্মে আরও স্পষ্টীকরণ করিতেছে যে, ৮২এ ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন অসম্পূর্ণ থাকিলে অথবা আয় নিরূপন বা কর নিরূপনে কোন ভুল থাকিলে সংশ্লিষ্ট করদাতাকে অসম্পূর্ণ রিটার্ন সম্পূর্ণকরণ অথবা আয় বা কর নিরূপন জনিত ভুল সংশোধন করার জন্য অন্ততপক্ষে ২০ দিন সময় দিয়া লিখিতভাবে পত্র জারী করিতে হইবে। করদাতা নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হইয়া রিটার্ন সম্পূর্ণকরণ অথবা ভুল সংশোধনে ব্যর্থ হইলে শুধুমাত্র এরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে সংশোধনের জন্য লিখিত পত্রটি করদাতার উপর জারী হইয়াছে কিনা তাহা সর্বোত্তোভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ৮২এ ধারায় কেবলমাত্র ১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৬-৯৭ কর বৎসরের জন্য রিটার্ন দাখিল করা যাইবে, অন্য কোন কর বৎসরের জন্য নহে।

মোঃ হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া
প্রথম সচিব (কর-১)

(সকলার) এ-সু.সকলার
৩৬-১৯৯৫



নথি নং ১(১১) কর-৮/৮৩

তারিখঃ ১৪/১১/৯৫ ইং

পরিপত্র নং-৬ (আয়কর)

১৯৯৫-৯৬

বিষয়ঃ সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত এবং অর্ধ-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অর্থ বৎসর ১৯৯৪-৯৫ হইতে তৎপরবর্তী সময়ের জন্য প্রাপ্ত বেতনের উপর আয়কর অব্যাহতি প্রসঙ্গে।

সরকার এতদ্বারা নির্দেশ দিলেন যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৫/১/৭৪ ইং তারিখের পরিপত্র নং ২(৮)৮৯/আই.টি (৪)/৭৩ দ্বারা যে আয়কর সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রদান করা হইয়াছে এবং যাহার মেয়াদ তৎপরবর্তী প্রতি বৎসরের জন্য সম্প্রসারিত করা হইয়াছে সেই সব সুবিধা অর্থ বৎসর ১৯৯৪-৯৫ হইতে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রাপ্তব্য হইবে। ইহার অর্থ হইবে এই যে, ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বৎসর হইতে তৎপরবর্তী সময়ের জন্য পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদেয় বেতনের উপর আয়কর সরকার কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

উল্লেখ্য কর বৎসর ১৯৯২-৯৩ হইতে স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসকারী সংস্থার নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বৈতনিক আয়ের উপর প্রদত্ত আয়কর এর ক্ষেত্রে "করের উপর কর" (tax on tax) প্রযোজ্য হইবে না।

Bangladesh Tax Update

www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd

এ,এফ,এম তাইয়েবুর রহমান

সদস্য (আয়কর)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড